

# বিজ্ঞান ও ধর্ম

আলবার্ট আইনস্টাইন

অনুবাদঃ দিগন্ত সরকার

মানুষের আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস জানতে গেলে মনে রাখতে হবে যে আমরা মূলত আমাদের প্রয়োজনের বশেই কাজ করে এসেছি। আমাদের অগ্রগতির পেছনে দুটি মূল চালিকাশক্তি ছিল আমাদের অনুভূতি আর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কোন অনুভূতি আর আকাঙ্ক্ষা মানুষকে ধর্মচিন্তার দিকে নিয়ে গেল? একটু চিন্তা করলেই বোঝা সম্ভব, যে আদিম মানুষের ভয়ই এই প্রাথমিক ধর্মচিন্তার মূলে - এই ভয় কখনও ক্ষুধার ভয়, কখনও আগ্রাসী জন্তুর ভয় আবার কখনও প্রকৃতির তাণ্ডের ভয়। দুর্বল মানবচিত্তে এইসব কার্যকারণের পারস্পরিক কাকতালীয় যোগসূত্রের মাধ্যমে এক কাল্পনিক চরিত্রের উদ্ভব হয় - যার ইচ্ছা ও চিন্তার ওপরেই ভীতিকর এইসব ঘটনা পরিচালিত হয়। আর এই কাল্পনিক চরিত্রের বা চরিত্রগুলোর করুণা বা কৃপালাভের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট অসংখ্য যাগযজ্ঞ ও আচার-বিচার যুগ-যুগ ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে হস্তান্তরিত হতে হতে মূল ধর্মের আকার ধারণ করেছে। আমি এই ভীতিসর্বশ্ব ধর্মের কথাই বলছি। এই ধর্মের উপজাত হিসাবে তৈরী হয়েছে এক পুরোহিত-শ্রেণী, যারা সাধারণ মানুষের সাথে এই কাল্পনিক ভীতিকর চরিত্রটির মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেন। এই পুরোহিত শ্রেণী নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে শাসকশ্রেণীর সাথে আঁতাত গড়ে নিজ-নিজ স্বার্থসিদ্ধি করে গেছে।

ধর্মের উদ্ভবের পেছনে সামাজিক কারণও কম ছিল না। পরামর্শ, ভালবাসা আর সান্ত্বনা পাবার আশায়ও মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছে। এই ঈশ্বর আবার এক পরম-জ্ঞানী নীতিনিষ্ঠ ঈশ্বর, যিনি বিচার করেন - শাস্তি ও পুরস্কার দেন। ইনিই মৃতের আত্মাকে সংরক্ষণ করেন, বিশ্বাসীকে পদে পদে সাহায্য করেন, মানবজাতিকে পথ দেখান। এই ঈশ্বর এক নীতিনিষ্ঠ বিবেকবান ঈশ্বর।

ঈহুদীধর্মে এই ভীতিকর ধর্ম আর নৈতিকতা বা বিবেকের ধর্ম - এক থেকে অন্যে উত্তরণের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় - ওল্ড থেকে নিউ টেস্টামেন্টে। শুধু ঈহুদী ধর্মে নয়, যা কোনো ধর্মেই আদর্শে এই দুই শ্রেণীর বিশ্বাসের মিশ্রণ পাওয়া যায়। আর ভয়ের ধর্ম থেকে বিবেকের ধর্মে উত্তরণই মানুষের জীবনে একটা বড় পদক্ষেপ।

তবে এই দুই প্রকার ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় - ঈশ্বরের মধ্যে মানবিক গুণাবলী আরোপের প্রচেষ্টা। কিন্তু আমার বিশ্বাস তৃতীয় আরেক ধরণের ধর্মবিশ্বাস আছে যাতে ঈশ্বরের মানবীকরণ করা হয় নি। এই ধরণের মহাজাগতিক ধর্ম কাউকে ব্যাখ্যা করে বোঝানো কষ্টকর।

নিজের আকাঙ্ক্ষা বা বাসনার তুচ্ছতা অনুভব করতে শিখে আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা আর শৃঙ্খলাবদ্ধতায় বিমোহিত হয়ে মানুষ সমগ্র মহাবিশ্বের অভিজ্ঞতা নিজের ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে চায়। স্কোপেনহাওয়ার

লেখা থেকে জানা যায় যে বৌদ্ধধর্মে এই ধরনের মহাজাগতিক একাত্মতার কথা বলা আছে। সর্বকালের সেরা ধর্মগুরুরা কিন্তু এই ধরণের ব্যক্তি-ঈশ্বর-বিহীন ও নিয়মকানুন-বিহীন মহাজাগতিক ধর্মের প্রচারই করে গেছেন। তাদের কেউ কেউ সমসাময়িকদের মধ্যে সাধুসন্ত হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছেন আর নাহলে নাস্তিক বলে পরিগণিত হয়েছেন। এদের মধ্যে যেমন আছেন [গৌতম বুদ্ধ](#), তেমনই আছেন [ডেমোক্রিটাস](#), [স্পিনোজা](#) আর [ফ্রাঙ্কিস অব আসিসি](#)।

কিন্তু কি ভাবে এই মহাজাগতিক ধর্ম মানুষের মধ্যে প্রচার লাভ করতে পারে? এর মধ্যে তো কোনো ঈশ্বরবিশ্বাসে বালাই নেই, নেই কোনো নিয়মকানুন, আচার-আড়ম্বর। আমার ধারণা বিজ্ঞান আর চারুকলাই পারে একে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, ধর্ম আর বিজ্ঞানের আলোচনা এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে মনে হবে এরা যেন একে অপরের প্রতিদ্বন্দী। আর মনে হওয়াই স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা আর আস্থা রাখে, যে ওই কার্যকারণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে সে কিছুতেই তার মধ্যে এক কাল্পনিক চরিত্রের অদৃশ্য হস্তক্ষেপের গল্প মেনে নিতে পারে না। এই ব্যক্তির কাছে কোনো ঈশ্বরের শাস্তি দেওয়া আর পুরস্কারের ধারণা পুরো গল্পকথার মত লাগবে। কারণ সে জানে সব মানুষই বাহ্যিক বা আন্তরিক প্রয়োজনের বশেই কাজ করে, সে কাজ আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে ভাল লাগুক বা না লাগুক। তাই এক পরম-জ্ঞানীর চোখে সে কখনই অপরাধী হতে পারে না। এই মতবাদ প্রসারের মূল ভিত্তি যুক্তি আর বিজ্ঞান, তাই অভিযোগ করা হয় যে বিজ্ঞান নাকি নৈতিকতার শত্রু। এই কারণেই ধর্মপ্রতিষ্ঠান যুগে যুগে বিজ্ঞানের সাথে লড়াইতে নেমেছে - যাতে তাদের ধর্মের অনুসারীরা তাদের ছেড়ে না চলে যায়। অথচ এই অভিযোগ অত্যন্ত হাস্যকর। মানুষের নৈতিকতার জন্য তো ধর্মের কোনো দরকারই নেই, দরকার মানবিকতা, সহমর্মিতা, শিক্ষা আর সামাজিকতার। মানুষ যদি পরকালের শাস্তির কথা ভেবে নৈতিক হয়, সেই নৈতিকতার মধ্যে মহত্ব কোথায় থাকে?

বিজ্ঞানসাধনায় এই বিশ্বজগতের সাথে একাত্মতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। কেপলার বা নিউটন কত যুক্তি চিন্তা আর সাধনার মধ্যে দিয়ে মহাজাগতিক বস্তুর গতিবিধি সম্পর্কে সঠিক সূত্র পৌঁছেছিলেন - তা এই মহাজাগতিক ধর্মের প্রভাব ব্যতিরেকে সম্ভব হত কি? যারা কিছু বিজ্ঞানের সূত্র পড়ে বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে ধারণা করেন যে এরা চারদিকের জগত সম্পর্কে সদা-সন্দিহান, অসামাজিক আর সর্বদা কিছু সূত্র আবিষ্কারে মগ্ন থাকেন - তাদের পক্ষে কোনোভাবেই বোঝা সম্ভব হবে না একজন বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টার মর্ম। যারা নিজেরা এরূপ গবেষণায় নিজেরা সময় কাটিয়েছেন তারাই বুঝতে পারবেন যে সত্য উদ্ঘাটনের জন্য আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে বারবার বিফল হওয়া সত্ত্বেও কি এক অপার্থিব চালিকাশক্তি এই বিজ্ঞানীদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে গেছে। মহাজাগতিক ধর্মই এই শক্তি প্রদান করে - সূত্র আবিষ্কারের শক্তি, সত্য উদ্ঘাটনের শক্তি। আমার এক সমকালীন বিজ্ঞানী বলেছেন যে আজকের যুগে যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানীরাই একমাত্র ধার্মিক বলে নিজেকে দাবী করতে পারেন - আমার তো মনে হয় উনি ঠিকই বলেছেন।

[লেখাটা আইনস্টাইনের ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে লেখা হাতে গোনা [কয়েকটি লেখার](#) মধ্যে একটি থেকে অনূদিত। লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ সালের ৯ই নভেম্বর, নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনে।

আইডিয়াস অ্যান্ড ওপিনিয়ন্স আর দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাস আই সি ইট - এই দুটো বইতেও এই লেখাটা পরে প্রকাশিত হয়েছে]

\*\*\*

**আইনস্টাইনের নতুন চিঠি** - একটা ব্যাপার উপরের লেখা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আইনস্টাইন অনেক কথাতেই ধর্ম বা ঈশ্বরের কথা উল্লেখ করলেও তিনি ধর্ম হিসাবে প্রচলিত বিশ্বাসকে মানতেন না। উনি বরং এক মহাজাগতিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

আইনস্টাইন যে প্রতিষ্ঠিত কোনো একেশ্বরবাদী ধর্মে বিশ্বাস করতেন না, সেকথা তিনি বহুবার বহু জায়গায় বলেছেন। তার আত্মজীবনীতেও অত্যন্ত স্পষ্ট করেই সেকথা জানিয়েছেন<sup>1</sup>। তাহলে এত বিতর্ক কেন? বিতর্ক এজন্য যে, আইনস্টাইন প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস না করলেও তিনি ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে কিংবা লিখতে পছন্দ করতেন। প্রায়শই তাঁর লেখায় ঈশ্বরকে ব্যবহার করতেন রূপক হিসেবে। সেই সব রূপকান্তিত উপমাকে শিরোধার্য করে বিশ্বাসীরা বরাবরই আইনস্টাইনের ধর্ম নিয়ে জল ঘোলা করেছেন এতকাল। আইনস্টাইনের বর্ণিত এমনি একটি উপমা ছিল - ‘science without religion is lame, religion without science is blind’। অর্থাৎ, ‘ধর্মহীন বিজ্ঞান হলো খঞ্জ আর বিজ্ঞানহীন ধর্ম হলো অন্ধ’। ১৯৪১ সালে লেখা তার ‘Science, Philosophy and Religion : A Symposium’ প্রবন্ধে তিনি এ মন্তব্যটি করেছিলেন। তারপর যে কত মানুষ তার এই বক্তব্যটি ধরে তাকে একজন আণ্ডিক-ধর্মভীরু বিজ্ঞানী বানাতে চেষ্টা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এর মধ্যে ফিলিপ জি. ফ্রাঙ্ক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক জীবনীকার ওয়াল্টার আইজ্যাকসন সহ অনেকেই আছেন। আইনস্টাইনের আরেকটি বিখ্যাত মন্তব্য ছিলো, ‘God does not play dice [with the universe].’। অর্থাৎ, ‘ঈশ্বর [মহাবিশ্ব নিয়ে] পাশা খেলেন না’। আইনস্টাইন এ বক্তব্যটি করেছিলেন ১৯২৬ সালে নীলস বোরের সাথে বিতর্কে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অসম্পূর্ণতাকে তুলে ধরতে এবং প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত সুমন এবং স্থিতিশীল মহাবিশ্বের মডেলকে তুলে ধরতে। অথচ বিশ্বাসীরা উপমার তাৎপর্য না বুঝে আইনস্টাইনের এ ধরণের বক্তব্যকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করতেন।

তবে আইনস্টাইনের একটি চিঠি এ বিষয়ে সমস্ত বিতর্কের ইতি টেনে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। গত মে মাসে (২০০৮) এ চিঠিটি প্রায় রেকর্ড দামে নিলামে [বিক্রি হল](#)। এমনটা যে হবে তা কিন্তু সবাই আশা করেন নি। নিলাম আয়োজনকারী সংস্থা এর মূল্য অনুমান করেছিল মাত্র ছয় থেকে আট হাজার পাউন্ডের মধ্যে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়ে তাদের টনক নড়ে। শেষ অবধি নিলামে অংশগ্রহণকারী আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে ১১টি টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা করতে হয়। চিঠিটির দাম ওঠে ১ লাখ সত্তর হাজার পাউন্ড আর সব খরচা মিলিয়ে নিলাম-বিজয়ী ক্রেতা ২ লাখ-এর কিছু বেশী পাউন্ড খরচা করেন এই চিঠিকে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আনতে। এই মূল্য এর আগে তার স্ত্রীকে লেখা আইনস্টাইনের

<sup>1</sup> ড. শহিদুল ইসলাম দৈনিক সমকালে ‘আইনস্টাইনের ধর্মবিশ্বাস’ শিরোনামে একটি সুন্দর লেখা লিখেছেন।

৫৩টি চিঠির নিলামে ওঠা দামের চেয়ে কিছু কম হলেও এটিই তার এককভাবে বিক্রিত সর্বাধিক মূল্যের চিঠি।

কি ছিল সেই চিঠিতে? ১৯৫৪ সালে এরিক গার্টকিন্ডকে লেখা এই ব্যক্তিগত চিঠির কিছু অংশে তার ধর্ম এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। গার্ডিয়ানের ওয়েবসাইটে পাওয়া গেল চিঠির কিছু অনূদিত অংশ। মূল চিঠিটি জার্মান ভাষায় লেখা ও তা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন জোয়ান স্ট্যামবাগ। ধর্ম-বিজ্ঞান সংক্রান্ত অংশটুকু বাংলায় অনুবাদ করলাম নিচে -

"ঈশ্বর শব্দটি আমাকে মানুষের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই মনে করায় না। বাইবেল আসলে অনেকগুলো সম্মানিত অথচ ছেলেভোলানো গল্পের একটা সংকলন ছাড়া কিছুই না। নতুন করে তার মানে অনুসন্ধান করে আমার এই ধারণায় পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। এইসব নতুন করে খুঁজে বের করা অনুবাদগুলোর সাথে মূল বক্তব্যের কোনো যোগসূত্রই নেই। আমার কাছে প্রচলিত অন্য সব ধর্মের মত ইহুদী ধর্মও এরকম কিছু শিশুসুলভ কুসংস্কারের সম্মিলিত রূপ। আমি নিজে ইহুদী হওয়া সত্ত্বেও বলতে পারি যে ইহুদীদের সাথে অন্য ধর্মের আরো দশজন মানুষের কোনো তফাৎ নেই। আমি মোটেও ইহুদী জনগোষ্ঠীকে ঈশ্বরের বাছাই করা কোনো গোষ্ঠী বলে মনে করি না।

সাধারণভাবে আমি মানুষ হিসাবে আর ইহুদী হিসাবে আমার দুই আলাদা গর্বের স্তরের মধ্যে যোগসাধন করতে যথেষ্ট যত্নবোধ করি - কারণ এদের মধ্যে এক সুউচ্চ প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ হিসাবে আমি যেমন কার্যকারণ সূত্রের সন্ধান সাধনা করি বলে গর্ববোধ করতে পারি, তেমনই ইহুদী হিসাবেও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসের কারণে গর্ববোধ করতে পারি। স্পিনোজাই হয়ত প্রথম লক্ষ্য করেন প্রাচীরের একপাশে কার্যকারণ সূত্রের এই সীমাবদ্ধতা আদর্শে কার্যকারণের অস্তিত্বহীনতা ছাড়া আর কিছুই না। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে 'জীবন্ত' ধরে নেবার প্রচেষ্টা ঈশ্বরের মেরুকরণের মাধ্যমেও সৃষ্ট একেশ্বরবাদেও দূর করা যায় নি। এই দুই (কার্যকারণ আর ঈশ্বর) বিপরীতমুখী চিন্তাভাবনার মাঝে এক কৃত্রিম প্রাচীর দাঁড় করিয়ে আমরা নিজেদের বোকা বানাই অথচ আমাদের নৈতিকতাবোধও এর মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয় না।"

\*\*\*

**ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে আইনস্টাইনের আরো কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি (আইনস্টাইনের বিবিধ রচনা থেকে সংকলিত) :**

'আমার ধর্ম-প্রীতি নিয়ে যা শোনা যায় তার সবটাই মিথ্যে ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচারিত। আমি কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না এবং এটা আমি স্পষ্টভাবে বারবার জানিয়ে এসেছি। আমার মধ্যে ধর্মীয় ভাব বলতে শুধু আছে এই অসীম রহস্যময় মহাবিশ্বের বিশালতার প্রতি এক বিস্ময়'।

- Albert Einstein, in a letter March 24, 1954; from *Albert Einstein, the Human Side*, Helen Dukas and Banesh Hoffman, eds., Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1981, p 43

‘আমি তো এমন ঈশ্বরের কথা ভাবতেই পারি না যে তার নিজের সৃষ্টিকে শাস্তি দেয়। যার উদ্দেশ্য বিধেয় আমাদের নিজেদের মত করে বানানো। সোজা কথায়, এরকম ঈশ্বর মানবচরিত্রের প্রতিফলন। আর মানুষ কি ভাবে মৃত্যুর পরেও বেঁচে ওঠে তাও কোনোভাবেই আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়, যদিও ভয় পেয়ে বা ধর্মীয় অহংবোধের বশবর্তী হয়ে দুর্বলচিত্ত মানুষ তা বিশ্বাস করে। আমি এই সর্বব্যাপী জীবনের আর সুবিশাল মহাবিশ্বের নিয়ে গবেষণা করতেই ভালবাসি। এই বিশাল প্রকৃতিরাজ্যে কার্যকারণের যে সামান্য বহিঃপ্রকাশ সামনে আসে, তা খুঁজে বের করতেই আমার আনন্দ’।

- Albert Einstein, *The World as I See It*, Citadel Press, 1930

“কল্যাণময়, সর্বশক্তিমান ও নীতিবাগীশ এক ব্যক্তি-ঈশ্বরের ধারণা যে অসহায় মানুষকে সান্ত্বনা ও সহায়তার জন্যই দরকার ছিল, কারোর পক্ষেই তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ধারণাটি সহজ সরল হওয়ায় মানুষের মনে সহজেই স্থানও করে নিয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে এই ধারণার দুর্বলতাও ছিল। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে তা বারোবারে দেখা যায়। সহজ হিসাবে, যদি ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হন, তাহলে মানুষের সব কাজ, ইচ্ছা বা চিন্তা আদর্শে তারই কর্তৃত্ব। তাহলে, মানুষকে কি ভাবে তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী করা সম্ভব? ঈশ্বর মানুষের বিচার করে শাস্তি বা পুরস্কার দিয়ে তাহলে তো নিজের কৃতকার্যেরই বিচার করছে। এর সাথে কিভাবে কল্যাণময় ও নীতিবাদী ঈশ্বরের ধারণাকে মেলানো যায়?

এক ব্যক্তি-ঈশ্বর সব প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে - এই ধারণাকে বৈজ্ঞানিকভাবে অসত্য প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই। কারণ এই ধারণাগুলো তখন এমন সব যুক্তির আশ্রয় নেবে যেসব বিষয় বিজ্ঞান তখনও আয়ত্তে আনতে পারে নি।

নৈতিকতার ভালর জন্যই ধর্মপ্রচারকদের উচিত এই ব্যক্তি-ঈশ্বরের ধারণা থেকে সরে আসা। এর অর্থ হল, যে শাস্তির ভয় আর পুরস্কারের লোভ এই ধর্মপ্রচারক সাধু-সন্তের এত ক্ষমতার উৎস, তা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হবে।”

- *Science, Philosophy and Religion*, A 1934 Symposium, published by the Conference on Science, Philosophy and Religion in Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc., New York, 1941.

“ধর্মে যে সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলা আছে, তা আদর্শে যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের কাঁধে কাঁধ মেলানোর বন্ধুত্ব, অর্কেস্ট্রায় সুরে সুর মেলানোর বন্ধুত্ব নয়।”

- Published in *Ideas and Opinions*, Crown Publishers, Inc., New York, 1954.

“আমি তো এমন ঈশ্বরের কথা ভাবতেই পারি না যে তার নিজের সৃষ্টিকে শাস্তি দেয়। যার উদ্দেশ্য বিধেয় আমাদের নিজেদের মত করে বানানো। সোজা কথায়, এরকম ঈশ্বর মানবচরিত্রের প্রতিফলন। আর মানুষ কি ভাবে মৃত্যুর পরেও বেঁচে ওঠে তাও কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, যদিও ভয় পেয়ে বা ধর্মের ইগোর বশবর্তী হয়ে দুর্বলচিত্ত মানুষ তাও বিশ্বাস করে।”

- Albert Einstein, obituary in *New York Times*, 19 April 1955

“ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারণা আমার কাছে একেবারেই ভিন দেশি, এবং ক্ষেত্রবিশেষে খুবই সরল।”

- Albert Einstein in a letter to Beatrice Frohlich, December 17, 1952; from *The Expanded Quotable Einstein*, p. 217.

“আমি একজন গভীরভাবে ধর্মনিষ্ঠ অবিশ্বাসী। এটিকে বলা যেতে পারে এক শ্রেণীর নতুন ধর্ম”।

- Albert Einstein in a letter to Hans Muehsam, March 30, 1954; from *The Expanded Quotable Einstein*, p. 217.

“ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারণা আমার কাছে কল্পনার নরাতুরোপ ছাড়া আর কিছু নয়, আর এটাকে আমি এত গুরুত্ব সহকারে নিতে পারি না। আমি মানবীয় বৃত্তের বাইরে কোন উদ্দেশ্য এবং গন্তব্য কল্পনা করতে পারি না। আমার চিন্তাধারা অনেকটা স্পিনোজার দর্শনের কাছাকাছি- সৌন্দর্যের প্রতি যার ছিল প্রগাঢ় প্রশস্তিবোধ, আর শৃংখলার সরল যুক্তির উপর ছিল বিশ্বাস - একে আমরা আশ্বাদন করতে পারি বিনম্র চিত্তে কিন্তু অসম্পূর্ণভাবে।”

- Albert Einstein, 1947, from Banesh Hoffmann, *Albert Einstein: Creator and Rebel*, New York: New American Library, 1972, p. 95.

“আমি বিশ্বাস করি না যে ঈশ্বর মহাবিশ্ব নিয়ে পাশা খেলেন।”

- Albert Einstein on Quantum Mechanics, published in *London Observer*, April 5, 1964

“কেন আপনি ভাবছেন যে ‘ঈশ্বর ইংরেজদের শাস্তি দেবেন’ -এই ধারণা আমি সমর্থন করব? আমার ঈশ্বর কিংবা ইংরেজ - এ দু’জনের কারও সাথেই কোন সম্পর্ক নেই। আমার শুধু খারাপ লাগে এ কথা ভেবে যে, ঈশ্বর তার অগনিত সন্তানদের ইচ্ছেমত শাস্তি দিতে পারেন তাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য, অথচ যে সব নির্বুদ্ধিতার মূল কারণ আসলে ঈশ্বর নিজে - একটা অযুহাতেই তিনি তা থেকে মুক্তি পেতে পারেন, আর তা হল তার অনন্তিত্ব।

- Albert Einstein, letter to Edgar Meyer, a Swiss colleague, January 2, 1915, from *The Expanded Quotable Einstein*, p. 201.

“যতই মানব সভ্যতা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই আমি খুব নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছি যে, সত্যিকারের (মানবিক) ধর্মপরায়নতা কখনোই জীবন কিংবা মৃত্যুভয়ে ভীত থাকতে পারে না, অন্ধ বিশ্বাসে নিমজ্জিত থাকতে পারে না, বরং এটি যৌক্তিক জ্ঞানের পেছনে ধাবিত হবে।”

- *Science, Philosophy and Religion*, A 1934 Symposium, published by the Conference on Science, Philosophy and Religion in their Relation to the Democratic Way of Life, Inc., New York, 1941.

“আমি সে রকম ঈশ্বরের ধারণাকে মন থেকে মেনে নিতে পারি না যার ভিত্তি গড়ে উঠেছে মৃত্যু ভীতি থেকে কিংবা অন্ধবিশ্বাসের কাঁধে ভর করে”।

- Albert Einstein, from *Einstein: The life and Times*, p. 622.

“আমি স্পিনোজার ঈশ্বরে বিশ্বাসী যে ঈশ্বর মহাজাগতিক ছন্দে নিজেকে ধরা দেন, আর সেই ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস রাখতে পারি না যে মানুষের কৃতকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।”

- Albert Einstein, following his wife's advice in responding to Rabbi Herbert Goldstein of the International Synagogue in New York, who had sent Einstein a cablegram bluntly demanding "Do you believe in God?"

“কিছু কিছু ক্যাথলিক সংস্থার আচার-আচরণ ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সারা পৃথিবীতে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত করতে চলেছে, সেই অবস্থায়ও তারা জননিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে চলেছে।”

- Albert Einstein, letter, 1954

“আমি মানুষের অমরত্বে বিশ্বাসী নই। আমি মনে করি নৈতিকতা মানুষের জন্য ভাল কিন্তু এটা ব্যাখ্যা করার জন্য কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কল্পনা করার প্রয়োজন নেই।”

- Albert Einstein, letter to a Baptist Pastor, from *Albert Einstein: The Human Side*, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press

“বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মকানূনের সাহায্যে সবকিছুর ব্যাখ্যা দেয়া। কাজেই এটি কার্যকারণের সাথে যুক্ত। সে কারণে, একজন বৈজ্ঞানিক গবেষক বিশ্বাস করেন না যে প্রার্থনার মাধ্যমে কোন কিছু প্রভাবিত হয়, কিংবা কোন অলৌকিক সত্ত্বার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কিছু ঘটে।”

- Albert Einstein in response to a child who had written him in 1936 and asked if scientists pray; from *Albert Einstein: The Human Side*, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press, p 32.

“মানুষের নৈতিকতার জন্য তো ধর্মের কোনো দরকারই নেই, দরকার মানবিকতা, সহমর্মিতা, শিক্ষা আর সামাজিকতার। মানুষ যদি পরকালের শাস্তির কথা ভেবে নৈতিক হয়, সেই নৈতিকতার মধ্যে মহত্ব কোথায় থাকে?”

- Albert Einstein, *Religion and Science*, New York Times Magazine, 9 November 1930

আলবার্ট আইনস্টাইন (মার্চ ১৪, ১৮৭৯ - এপ্রিল ১৮, ১৯৫৫) জার্মানিতে জন্মগ্রহণকারী বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি তার বিখ্যাত আপেক্ষিকতার তত্ত্ব এবং বিশেষত ভর-শক্তি সমতুল্যতার সূত্র আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। তিনি ১৯২১ সালে আলোক-তড়িৎ দ্রি়য়া সম্পর্কিত গবেষণার জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

দিগন্ত সরকার, পেশায় কম্পিউটার প্রকৌশলী, মূল আগ্রহ বিজ্ঞান-সংক্রান্ত লেখায়। অর্থনীতি, রাজনীতি বা অন্যান্য বিষয়েও লিখে থাকেন। মুক্তমনার নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। বর্তমান নিবাস সিয়াটেল, আমেরিকা। ইমেইল - diganta.sarkar@gmail.com